দশম অধ্যায়

যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ কিভাবে যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি ভঙ্গ করেছিলেন এবং সেই বৃক্ষ দুটি থেকে কুবেরের দুই পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব নির্গত হয়েছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে।

নলকূবর এবং মণিগ্রীব ছিলেন শিবের মহান ভক্ত, কিন্তু ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তাঁরা এতই স্বেচ্ছাচারী এবং বিবেকহীন হয়েছিলেন যে, একদিন তাঁরা মন্দাকিনীর তটে বিবস্ত্রা স্ত্রীগণ সহ নগ্ন অবস্থায় নির্লজ্জের মতো বিহার করছিলেন। সহসা নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যমদে এত মত্ত হয়েছিলেন যে, নারদ মুনিকে সেখানে উপস্থিত দেখেও তাঁরা নগ্ন অবস্থাতেই রয়েছিলেন এবং একটুও লজ্জাবোধ করেননি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। এই জড় জগতে কেউ যখন বহু ধনসম্পদ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে শিষ্টাচার ভুলে যায় এবং নারদ মুনির মতো দেবর্ষিকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের জন্য (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*), বিশেষ করে যারা ভক্তদের অবজ্ঞা করে, তাদের উপযুক্ত দণ্ড হচ্ছে পুনরায় দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে যম, নিয়ম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দর্প এবং অভিমান সংযত করতে হয় (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*)। একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে অনায়াসে বোঝানো যায় যে, এই জড় জগতের ঐশ্বর্য অনিত্য, কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তিকে তা বোঝানো যায় না। তাই নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে বৃক্ষের মতো অচেতন হওয়ার অভিশাপ দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি ছিল তাঁদের উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু কৃষ্ণ সর্বদাই অত্যন্ত কৃপাময়। তাঁরা দণ্ডিত হলেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই বৈষ্ণবের দেওয়া দণ্ড দণ্ড নয়, পক্ষান্তরে তা তার কৃপারই প্রকাশ। দেবর্ষির অভিশাপে নলকূবর এবং মণিগ্রীব মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের অঙ্গনে যমলার্জুন বৃক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সৌভাগ্যের প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

ভক্তের ইচ্ছায় এই যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটিত করেছিলেন, এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব এক শত দিব্য বৎসরের পর এইভাবে উদ্ধার লাভ করায়, তাঁদের পূর্ব চেতনা জাগরিত হয়েছিল, এবং তাঁরা দেবোচিত প্রার্থনার দ্বারা কৃষ্ণের স্তব করেছিলেন। এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সুযোগ লাভ করে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন নারদ মুনি কত কৃপাময়, এবং তাই তাঁরা নারদ মুনির প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্ ।
যত্তদ্ বিগর্হিতং কর্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বলুন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান; **এতৎ**—এই; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **শাপস্য**—অভিশাপের; **কারণম্**—কারণ; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়; **কর্ম**—কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **দেবর্ষেঃ তমঃ**—দেবর্ষি নারদ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে পরমারাধ্য মুনিবর, কি কারণে নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি এমন নিন্দনীয় কর্ম করেছিলেন, যার ফলে দেবর্ষি নারদও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি আমার কাছে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ ॥ ২ ॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে ॥ ৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন; **রুদ্রস্য**—শিবের; **অনুচরৌ**—দুই ভক্ত বা পার্ষদ; **ভূত্বা**—সেই পদে উন্নীত হয়ে; **সু-দৃপ্তৌ**—তাদের পদ এবং সুন্দর রূপের গর্বে গর্বিত হয়ে; **ধনদ-আত্মজৌ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের দুই পুত্র; **কৈলাস-উপবনে**—শিবের আলয় কৈলাস পর্বতের সংলগ্ন এক উপবনে; **রম্যে**—অতি সুন্দর স্থানে; **মন্দাকিন্যাম্**—মন্দাকিনী নদীর তটে; **মদ-উৎকটৌ**—অত্যন্ত গর্বিত এবং উন্মত্ত হয়ে; **বারুণীম্**—বারুণী নামক; **মদিরাম্**—মদিরা; **পীত্বা**—পান করে; **মদ-আঘূর্ণিত-লোচনৌ**—মদঘূর্ণিত লোচনে; **স্ত্রী-জনৈঃ**—স্ত্রীদের সঙ্গে; **অনুগায়দ্ভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গান করছিলেন; **চেরতুঃ**—বিচরণ করছিলেন; **পুষ্পিতে বনে**—অত্যন্ত সুন্দর পুষ্প শোভিত উদ্যানে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কুবেরের সেই দুটি পুত্র শিবের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন, এবং সেই পদগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে তাঁরা কৈলাস পর্বতে মন্দাকিনীর তীরে সুরম্য উপবনে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করে, মদঘূর্ণিত লোচনে নারীদের সঙ্গে পুষ্পশোভিত বনে বিচরণ করতেন। তখন তাঁরা গান করলে নারীরাও সঙ্গে সঙ্গে গান করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শিবের পার্ষদ বা ভক্তরা যে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাদেরও ভক্ত হয়, তা হলে তার কিছু জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়। তাই মূর্খ মানুষেরা দেবতাদের ভক্ত হয়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) উল্লেখ করেছেন এবং সমালোচনা করেছেন—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*। যারা কৃষ্ণভক্ত নয় তারা সুরা, সুন্দরী ইত্যাদির প্রতি আসক্ত, এবং তাই তাদের *হৃতজ্ঞান* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্ত মূর্খদের অনায়াসে চেনা যায়, কারণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" যে ব্যক্তি

কৃষ্ণভক্ত নয় এবং কৃষ্ণের শরণাগত হয় না, সে একটি নরাধম এবং দুষ্কৃতকারী, যে সর্বদা পাপাচরণ করে। অধম ব্যক্তিদের চেনা খুব একটা কঠিন নয়, কারণ কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার দ্বারা মানুষের স্থিতি বোঝা যায়—সে কৃষ্ণভক্ত কি না?

দেবতাদের ভক্তদের সংখ্যা বৈষ্ণবদের থেকে অধিক কেন? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণবেরা সুরা এবং সুন্দরী উপভোগের দ্বারা নিকৃষ্ট স্তরের আনন্দলাভে আগ্রহী নন, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন না।

শ্লোক ৪

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি ।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ ॥ ৪ ॥

অন্তঃ—ভিতরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গঙ্গায়াম্**—মন্দাকিনী নামক গঙ্গায়; **অম্ভোজ**—পদ্মফুল; **বন-রাজিনি**—যেখানে ঘন অরণ্য ছিল; **চিক্রীড়তুঃ**—তাঁরা দুজনে আনন্দ উপভোগ করতেন; **যুবতিভিঃ**—যুবতীদের সঙ্গে; **গজৌ**—দুটি হস্তী; **ইব**—সদৃশ; **করেণুভিঃ**—হস্তিনীদের সঙ্গে।

অনুবাদ

তাঁরা পদ্মবন সুশোভিত গঙ্গায় প্রবেশ করে, মত্ত হস্তী যেভাবে হস্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেইভাবে যুবতীদের সঙ্গে বিহার করছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়, কিন্তু এখানে মূর্খ মানুষেরা যে কিভাবে পাপাচরণ করার জন্য গঙ্গায় প্রবেশ করে, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে, গঙ্গায় স্নান করলে সকলেই পবিত্র হয়। আধ্যাত্মিক এবং জড়-জাগতিক কার্যের ফল নির্ভর করে মানসিক অবস্থার উপর।

শ্লোক ৫

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব ।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত ॥ ৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—ঘটনাক্রমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করার সময়; **চ**—এবং; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **তত্র**—সেখানে (যেখানে কুবেরের দুই পুত্র রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন); **কৌরব**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অপশ্যৎ**—যখন তিনি দেখেছিলেন; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দেবৌ**—দুই দেবপুত্রকে; **ক্ষীবাণৌ**—সুরাপানের ফলে যাদের চক্ষু উন্মত্ত হয়েছিল; **সমবুধ্যত**—তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন সেই কুমারদের সৌভাগ্যের ফলে ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মদঘূর্ণিত নেত্র দর্শন করে, তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/৫৪)

নারদ মুনি যেখানেই যান, যে মুহূর্তে তিনি সেখানে উপস্থিত হন, তা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

"সমস্ত জীব তাদের কর্ম অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। তাদের কেউ উচ্চতর লোকে উন্নীত হচ্ছে এবং কেউ নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে। এইভাবে ভ্রমণরত কোটি কোটি জীবের মধ্যে যিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান, তিনিই কৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ পান। কৃষ্ণ এবং গুরু উভয়েরই কৃপায় এই প্রকার ব্যক্তি ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১) কুবেরের দুই পুত্র নেশাচ্ছন্ন হলেও তাদের ভক্তিলতা বীজ প্রদান করার জন্য নারদ মুনি সেই উদ্যানে এসেছিলেন। সাধুরা জানেন কিভাবে অধঃপতিত জীবদের কৃপা করতে হয়।

শ্লোক ৬

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ ।
বাসাংসি পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥ ৬ ॥

তম্—নারদ মুনিকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ব্রীড়িতাঃ**—লজ্জিতা হয়ে; **দেব্যঃ**—দেবকন্যাগণ; **বিবস্ত্রাঃ**—নগ্ন; **শাপ-শঙ্কিতাঃ**—অভিশাপের ভয়ে; **বাসাংসি**—বসন; **পর্যধুঃ**—পরিধান করেছিলেন; **শীঘ্রম্**—অতি সত্বর; **বিবস্ত্রৌ**—নগ্ন; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **গুহ্যকৌ**—কুবেরের দুই পুত্র।

অনুবাদ

নারদ মুনিকে দেখে নগ্না দেবকন্যাগণ লজ্জিতা হয়েছিলেন, এবং অভিশাপের ভয়ে তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের বসন পরিধান করেছিলেন। কিন্তু কুবেরের দুই পুত্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, নারদ মুনিকে উপেক্ষা করে তাঁরা নগ্ন অবস্থাতেই রইলেন।

শ্লোক ৭

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৭ ॥

তৌ—দুই দেবপুত্রগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মদিরা-মত্তৌ**—সুরাপানের ফলে অত্যন্ত মত্ত; **শ্রীমদ-অন্ধৌ**—এবং ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হয়ে; **সুর-আত্মজৌ**—দেবতাদের দুই পুত্র; **তয়োঃ**—তাদের; **অনুগ্রহ-অর্থায়**—বিশেষ কৃপা করার উদ্দেশ্যে; **শাপম্**—অভিশাপ; **দাস্যন্**—দান করার বাসনায়; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দেবপুত্রদ্বয়কে নগ্ন এবং ঐশ্বর্যমদে ও সুরাপানে মত্ত দেখে, দেবর্ষি নারদ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষ অভিশাপ প্রদান করার বাসনায় এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন নারদ মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু চরমে দুই দেবপুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব প্রত্যক্ষভাবে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে অভিশপ্ত হওয়া চরমে মঙ্গলজনক এবং সৌভাগ্যপ্রদ। আমাদের এখানে দেখতে হবে, নারদ মুনি তাঁদের কি প্রকার অভিশাপ দিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পিতা যখন দেখেন যে, তাঁর শিশুপুত্র গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত কিন্তু তার রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন, তখন পিতা তাকে চিমটি কেটে ঘুম ভাঙিয়ে ওষুধ খাওয়ান। তেমনই নারদ মুনি নলকূবর এবং মণিগ্রীবের ভবরোগ নিরাময়ের জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীনারদ উবাচ

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ন**—নেই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্যঃ**—অন্য জড় ভোগ; **জুষতঃ**—উপভোগকারীর; **জোষ্যান্**—জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে আকর্ষণীয় বস্তু (বিভিন্ন প্রকার আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন); **বুদ্ধি-ভ্রংশঃ**—বুদ্ধিনাশক এই প্রকার ভোগ; **রজঃ-গুণঃ**—রজোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **শ্রী-মদাৎ**—ঐশ্বর্য থেকে; **আভিজাত্য-আদিঃ**—(জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত এবং শ্রী) এই চার প্রকার জড় ঐশ্বর্যের; **যত্র**—যেখানে; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **দ্যূতম্**—দ্যূতক্রীড়া; **আসবঃ**—সুরাপান।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সমস্ত উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বর্যের গর্ব যেভাবে বুদ্ধি নাশ করে থাকে, দেহের সৌন্দর্য, উচ্চকুলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব সেইভাবে বুদ্ধি নাশ করে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি যখন ধনমদে মত্ত হয়, তখন সে স্ত্রীসম্ভোগ, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপানে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণের মধ্যে মানুষেরা স্বভাবতই নিকৃষ্ট রজ এবং তমোগুণের দ্বারা, বিশেষ করে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ জড় জগতে অধিক থেকে অধিকতরভাবে লিপ্ত হয়। তাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রজ এবং তমোগুণের প্রভাব দমন করে সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়া।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৯)

এটিই হচ্ছে সংস্কৃতি—মানুষকে রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। রজোগুণে মানুষ যখন ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়, তখন সে তার ধনসম্পদ কেবল তিনটি বিষয়ে প্রয়োগ করে—সুরা, সুন্দরী এবং দ্যূতক্রীড়ায়। আমরা বাস্তবিকপক্ষে দেখতে পাই, বিশেষ করে এই যুগে যাদের অনাবশ্যক ধন রয়েছে, তারা কেবল এই তিনটি বিষয় উপভোগ করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতায়, অনাবশ্যক ধন বৃদ্ধির ফলে এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। নারদ মুনি মণিগ্রীব এবং নলকূবরের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের পিতা কুবেরের ধনমদে অত্যন্ত মত্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

হন্যন্তে—বিভিন্নভাবে নিহত হয় (বিশেষ করে কসাইখানায়); **পশবঃ**—চতুষ্পদ পশুরা (গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি); **যত্র**—যেখানে; **নির্দয়ৈঃ**—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারা; **অজিত-আত্মভিঃ**—যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা তাদের ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম; **মন্যমানৈঃ**—মনে করে; **ইমম্**—এই; **দেহম্**—দেহ; **অজর**—জরা এবং ব্যাধিগ্রস্ত হবে না; **অমৃত্যু**—কখনও মৃত্যু হবে না; **নশ্বরম্**—যদিও শরীরটি বিনাশশীল।

অনুবাদ

ধনমদে মত্ত বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার গর্বে গর্বিত অজিতেন্দ্রিয় নির্দয় মানুষেরা তাদের নশ্বর দেহটিকে জরা-মৃত্যু রহিত বলে মনে করে নিরীহ পশুদের হত্যা করে। কখনও কখনও তারা কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্য পশুদের হত্যা করে।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন অনাবশ্যক অর্থনৈতিক বিকাশ হয়, এবং তার ফলে মানুষেরা সুরা, সুন্দরী এবং দ্যূতক্রীড়ায়

আসক্ত হয়। তখন উন্মত্ত হয়ে তারা বড় বড় কসাইখানায় অসংখ্য পশুহত্যার আয়োজন করে অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্য শিকার করতে যায়। তারা ভুলে যায় যে, শরীরটিকে বজায় রাখার জন্য যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, দেহটি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা একের পর এক পাপকর্মে লিপ্ত হয়। দুষ্কৃতকারী হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান যে তাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁর অস্তিত্ব তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। সেই পরম ঈশ্বর আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ দর্শন করছেন, এবং তিনি সকলকেই প্রকৃতির দ্বারা নির্মিত উপযুক্ত শরীর প্রদান করে পুরস্কৃত করেন অথবা দণ্ডদান করেন (*ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*)। এইভাবে পাপী ব্যক্তিরা বিভিন্ন শরীরে দৈবের বিধানে দণ্ডভোগ করে। তাদের এই দণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, কেউ যখন অনাবশ্যকভাবে ধন সংগ্রহ করে, তখন সে ক্রমশ অধঃপতিত হয় এবং সে বুঝতে পারে না যে, তার ধন এই জীবনের অন্তেই শেষ হয়ে যাবে, পরবর্তী জীবনে সে তা নিয়ে যেতে পারবে না।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)

পশুহত্যা বর্জনীয়। প্রতিটি জীবকেই অবশ্য কিছু না কিছু আহার করতে হয় (*জীবো জীবস্য জীবনম্*)। কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য কি ধরনের খাদ্য আহার করা উচিত। তাই *ঈশোপনিষদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*—মানুষের জন্য যে আহার নির্ধারিত হয়েছে, তাই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" তাই ভগবদ্ভক্ত কখনও এমন কোন বস্তু আহার করেন না, যা কসাইখানায় অসহায় পশুদের হত্যা করে সংগ্রহ করতে হয়। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। কৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—তাঁকে যেন কেবল পাতা, ফুল, ফল অথবা জল নিবেদন করা হয়। মানুষদের আহারের জন্য পশুমাংস কখনও অনুমোদন করা হয়নি; পক্ষান্তরে,

মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৩)। কেউ যদি ভগবৎ-প্রসাদ আহার করার অভ্যাস করেন, তা হলে যদি অল্প একটু পাপও হয়ে থাকে, সেই পাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ১০

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ১০ ॥

দেব-সংজ্ঞিতম্—রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী অথবা দেবতাদের মতো মহান ব্যক্তির শরীর; **অপি**—এত মহান হওয়া সত্ত্বেও; **অন্তে**—মৃত্যুর পর; **কৃমি**—কৃমিতে পরিণত হয়; **বিট্**—অথবা বিষ্ঠায়; **ভস্ম-সংজ্ঞিতম্**—অথবা ভস্মে; **ভূত-ধ্রুক্**—যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দেশ না মেনে অন্য জীবদের প্রতি হিংসা করে; **তৎ-কৃতে**—এইভাবে আচরণ করার ফলে; **স্ব-অর্থম্**—ব্যক্তিগত স্বার্থ; **কিম্**—কি; **বেদ**—জানে; **নিরয়ঃ যতঃ**—এই প্রকার পাপকর্মের ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

অনুবাদ

জীবিতকালে নিজেকে একজন প্রভাবশালী বড় মানুষ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি অথবা দেবতা মনে করে কেউ তার দেহের জন্য গর্বিত হতে পারে। কিন্তু সে যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার দেহ কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। যদি কেউ তার শরীরের তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হিংসা করে, পরবর্তী জন্মে সেই জন্য তাকে কষ্টভোগ করতে হবে, সেই কথা না জানলেও এই প্রকার দুষ্কর্মের জন্য সেই দুষ্কৃতকারীকে নিঃসন্দেহে নরকে প্রবেশ করে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে তিনটি শব্দ *কৃমি-বিড়-ভস্ম* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মৃত্যুর পর যদি দেহ দাহ না করা হয়, তা হলে তা কৃমিতে পরিণত হতে পারে, অর্থাৎ কৃমিকীট সেই দেহ ভক্ষণ করবে; আর তা না হলে তা কুকুর, শকুন প্রভৃতি পশুর আহার্য হয়ে বিষ্ঠায় পরিণত হতে পারে। যারা অধিক সভ্য, তারা মৃতদেহ দহন করে ভস্মীভূত করে (*ভস্মসংজ্ঞিতম্*)। এই দেহ যদিও কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে, তবুও মূর্খ মানুষেরা সেই দেহটির জন্য কত পাপকর্ম করে। এটি সত্যিই

পরিতাপের বিষয়। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা*, অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত*—শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। গুরু কে?• *শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১)—গুরু হচ্ছেন তিনি যাঁর পূর্ণ দিব্য জ্ঞান রয়েছে। গুরুর শরণাগত না হলে মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/১৪/২)—কেউ যখন আচার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, অর্থাৎ *আচার্যবান্* হন, তখন তিনি জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তারা কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না; পক্ষান্তরে, তারা তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে একটি মূর্খ পশুর মতো আচরণ করে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*) এবং তার ফলে একের পর এক দুঃখভোগ করে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা জানে না, এই শরীর লাভ করে কিভাবে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে। পক্ষান্তরে, তারা পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে নারকীয় জীবনে ক্রমশ অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ ।
মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥ ১১ ॥

দেহঃ—এই শরীর; **কিম্ অন্ন-দাতুঃ**—এটি কি অন্নদাতার; **স্বম্**—অথবা এটি কি আমার; **নিষেক্তুঃ**—(অথবা এটি কি) শুক্রনিষেককারী পিতার; **মাতুঃ এব**—(অথবা এটি কি) গর্ভধারিণী মাতার; **চ**—এবং; **মাতুঃ পিতুঃ বা**—অথবা (এটি কি) মাতামহের (কারণ কখনও কখনও মাতামহ পৌত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন); **বলিনঃ**—(অথবা এটি কি) বলপূর্বক যে এই শরীরটিকে গ্রহণ করে তার; **ক্রেতুঃ**—অথবা ক্রীতদাস রূপে যে ব্যক্তি এই শরীরটিকে কিনে নেয়; **অগ্নেঃ**—অথবা অগ্নির (কারণ চরমে দেহটি ভস্মীভূত হবে); **শুনঃ**—অথবা এটি কি কুকুর এবং শকুনিদের, যারা চরমে তা ভক্ষণ করবে; **অপি**—ও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

জীবিত অবস্থায় শরীরটি কি অন্নদাতার, পিতার, গর্ভধারিণী মাতার, মাতামহের, বলপূর্বক গ্রহণকারীর, মূল্যের দ্বারা ক্রয়কারীর, না কি পুত্রদের যারা অগ্নিতে তা

দহন করে? অথবা, দেহটি যদি দাহ না করা হয়, তা হলে যে কুকুরেরা তা ভক্ষণ করে, দেহটি কি তাদের? এই সমস্ত বহু সম্ভাব্য দাবিদারদের মধ্যে প্রকৃত দাবি কার? তা স্থির না করে পাপকর্মের দ্বারা দেহটির পালন করা ঠিক নয়।

শ্লোক ১২

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্ ।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; **সাধারণম্**—সকলের সম্পত্তি; **দেহম্**—দেহ; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে; **প্রভব**—এইভাবে ব্যক্ত; **অপ্যয়ম্**—এবং পুনরায় অব্যক্তে লীন হয়ে যায় ('তুমি মাটি, পুনরায় তুমি সেই মাটিতেই লীন হয়ে যাও'); **কঃ**—সেই ব্যক্তিটি কে; **বিদ্বান্**—যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান; **আত্মসাৎ কৃত্বা**—নিজের বলে দাবি করে; **হন্তি**—হত্যা করে; **জন্তূন্**—অসহায় পশুদের; **ঋতে**—বিনা; **অসতঃ**—জ্ঞানহীন মূর্খ।

অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে এই দেহের উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রকৃতিতেই তার লয় হয়। তাই এটি সকলেরই সম্পত্তি। এই প্রকার সাধারণের ভোগ্য এই জড় দেহটিকে নিজের বলে দাবি করে তার প্রীতি সাধনের জন্য পশুহত্যা আদি পাপকার্য দুর্জন ব্যতীত অন্য কেউ তা করতে পারে না।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তা হলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর না হলে মানুষ কেন অনর্থক পশুহত্যা করবে? দেহ জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে গঠিত। শুরুতে তা ছিল না, কিন্তু জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে তার উৎপত্তি হয়েছে। তারপর আবার সেই সমন্বয় যখন বিযুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর দেহটির অস্তিত্ব থাকবে না। শুরুতে তা ছিল না এবং সমাপ্তিতেও কিছুই থাকবে না। তা হলে যখন তা প্রকট হয়, তখন মানুষ কেন পাপকর্ম করে? অত্যন্ত দুর্জন না হলে তা করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৩

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্ ।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অসতঃ—এই প্রকার মূর্খ দুর্জনের; **শ্রীমদ-অন্ধস্য**—ধন এবং ঐশ্বর্যের গর্বে যে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে; **দারিদ্র্যম্**—দারিদ্র্য; **পরম্ অঞ্জনম্**—যথার্থ দৃষ্টি লাভের জন্য প্রকৃষ্ট অঞ্জনস্বরূপ; **আত্ম-ঔপম্যেন**—নিজতুল্য; **ভূতানি**—জীবদের; **দরিদ্রঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **পরম্**—প্রকৃষ্টরূপে; **ঈক্ষতে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

ধনমদে মত্ত মূর্খ নাস্তিক এবং দুর্জনেরা যথাযথ দর্শনে অক্ষম। তাই তাদের পক্ষে দরিদ্র হয়ে যাওয়াই যথার্থ দৃষ্টি লাভের পক্ষে প্রকৃষ্ট অঞ্জনস্বরূপ। দরিদ্র ব্যক্তি অন্তত বুঝতে পারে দারিদ্র্য কত দুঃখদায়ক, এবং তাই সে কখনও চায় না যে, অন্য মানুষেরাও তার মতো দুঃখময় স্থিতিতে থাকুক।

তাৎপর্য

বর্তমান কালেও দেখা যায়, কেউ যদি দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনসম্পদ লাভ করে, তা হলে সে শিক্ষাদান করার জন্য স্কুল খুলে, এবং দুঃস্থদের জন্য হাসপাতাল খুলে পরোপকারের উদ্দেশ্যে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করে। এই প্রসঙ্গে *পুনর্মূষিকো ভব* নামক একটি উপদেশমূলক সংস্কৃত আখ্যান রয়েছে। একটি ইঁদুর সর্বদা বিড়ালের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল। তাই সে এক সাধুর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে, তিনি যাতে তাকে একটি বিড়ালে পরিণত করেন। ইঁদুরটি যখন একটি বিড়ালে পরিণত হল, তখন সে কুকুরের ভয়ে ভীত হল, এবং তারপর সে যখন একটি কুকুরে পরিণত হল, তখন সে বাঘের ভয়ে ভীত হল। কিন্তু সেই সাধুর কৃপায় সে যখন একটি বাঘে পরিণত হল, তখন সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সাধুর দিকে তাকাল, এবং সাধু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও?" তখন বাঘটি উত্তর দিল, "আমি আপনাকে খেতে চাই।" তখন সেই সাধু তাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুমি আবার ইঁদুর হয়ে যাও।" এমনই ব্যাপার সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘটছে। জীব কখনও উপরে যাচ্ছে, আবার নীচে পতিত হচ্ছে। কখনও সে ইঁদুর হচ্ছে, আর কখনও সে বাঘ হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)

জীবেরা প্রকৃতির নিয়মে কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হচ্ছে, আবার কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে, কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত ভাগ্যবান হন, তা হলে তিনি

সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তাঁর জীবন তখন সফল হয়। নারদ মুনি দারিদ্র্যের মাধ্যমে নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে ভক্তির স্তরে আনতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবের কৃপা এমনই। বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সজ্জন হতে পারে না। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। অবৈষ্ণবকে যত দণ্ডই দেওয়া হোক না কেন, সে কখনও সজ্জন হতে পারে না।

শ্লোক ১৪

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্ ।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **কণ্টক-বিদ্ধ-অঙ্গঃ**—যার শরীর কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে; **জন্তোঃ**—এই প্রকার জন্তুর; **ন**—না; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করে; **তাম্**—সেই; **ব্যথাম্**—বেদনা; **জীব-সাম্যম্ গতঃ**—যখন সে বুঝতে পারে যে, সকলেরই অবস্থা একই রকম; **লিঙ্গৈঃ**—বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অবিদ্ধ-কণ্টকঃ**—যার শরীর কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয়নি।

অনুবাদ

যার শরীর কখনও কণ্টকে বিদ্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তি অন্য কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির মুখ দেখে তার বেদনা উপলব্ধি করতে পারে। সকলেরই বেদনা যে সমান সেই কথা বুঝতে পেরে সে চায় যে, কেউই যেন এইভাবে কষ্ট না পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও কণ্টকবিদ্ধ হয়নি, সে কখনও সেই বেদনা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

কথায় বলে, 'যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করেছে, সে-ই ঐশ্বর্যের সুখ উপভোগ করতে পারে।' আর একটি প্রবাদ রয়েছে—*বন্ধ্যা কি বুঝিবে প্রসব-বেদনা।* প্রকৃত অভিজ্ঞতা না হলে এই জড় জগতে দুঃখ কি এবং সুখ কি, তা বোঝা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম এইভাবে কার্য করে। কেউ যদি একটি পশুকে হত্যা করে, তা হলে তাকেও সেই পশুর দ্বারা নিহত হতে হবে। *মাংস* শব্দটির অর্থ তাই। *মাম্* শব্দের অর্থ 'আমাকে' এবং *স* শব্দটির অর্থ 'সে'। আমি যেমন একটি

পশুকে হত্যা করে তার মাংস খাচ্ছি, সেই পশুটিও তেমন আমাকে খাবে। তাই প্রতিটি দেশেই দেখা যায় যে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তা হলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

শ্লোক ১৫

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ ॥ ১৫ ॥

দরিদ্রঃ—দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তি; **নিরহংস্তম্ভঃ**—স্বভাবতই নিরহঙ্কার; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **মদৈঃ**—ঔদ্ধত্যভাব থেকে; **ইহ**—এই জগতে; **কৃচ্ছ্রম্**—কষ্ট; **যদৃচ্ছয়া আপ্নোতি**—ভাগ্যক্রমে সে যা প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **পরম্**—পূর্ণ; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

দরিদ্র ব্যক্তি স্বভাবতই তপস্যা করে। কারণ তার কাছে ধন না থাকায় সে সর্বদাই অভাবগ্রস্ত। তার ফলে তার অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। সর্বদা অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি অভাবের ফলে, দৈবক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই প্রকার বাধ্যতামূলক তপস্যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তা তাকে সর্বতোভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

মহাত্মা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন। বৈদিক সভ্যতায় বহু রাজা-মহারাজারা জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁদের রাজ্য এবং সিংহাসন ত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য বনবাসী হয়েছেন। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় এই প্রকার তপস্যার ব্রত গ্রহণ না করতে পারে, তা হলে তাকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করা হয়, যাতে সে আপনা থেকেই তপস্যা করতে বাধ্য হয়। তপস্যা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ তা জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তাই কেউ যদি জড় প্রতিষ্ঠার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তা হলে তার সেই মূর্খতা সংশোধন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তাকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করা। *দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশি*---কেউ যখন দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আভিজাত্য, ঐশ্বর্য, বিদ্যা এবং সৌন্দর্যের গর্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে সংশোধিত হয়ে সে তখন মুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়।

শ্লোক ১৬

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥ ১৬ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধায়; **ক্ষাম**—দুর্বল; **দেহস্য**—শরীরের; **দরিদ্রস্য**—দরিদ্র ব্যক্তির; **অন্ন-কাঙ্ক্ষিণঃ**—অন্নাভিলাষী; **ইন্দ্রিয়াণি**—সর্পতুল্য ইন্দ্রিয়গুলি; **অনুশুষ্যন্তি**—ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়; **হিংসা অপি**—হিংসার প্রবৃত্তি; **বিনিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

সর্বদা ক্ষুধার্ত, অন্নাভিলাষী দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। অতিরিক্ত বল না থাকার ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই স্থির হয়ে যায়। দরিদ্র ব্যক্তি তাই ক্ষতিকারক, হিংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না। অর্থাৎ, সাধুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে তপস্যা করেন, তার ফল এই প্রকার ব্যক্তি আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, অত্যধিক আহারের ফলে বহুমূত্রের রোগ হয়, এবং আহারের অভাবে যক্ষ্মা রোগ হয়। বহুমূত্র অথবা যক্ষ্মা কোনটিই আমাদের কাম্য নয়। *যাবদর্থপ্রয়োজনম্*। আমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আহার করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১০) বলা হয়েছে—

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা ।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥

মানব-জীবনের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নিজেকে সুস্থ-সবল রাখা। রোগের কষ্টভোগ করার জন্য এবং ঈর্ষা ও দ্বেষবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে অনর্থক বলবান করে তোলা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এই কলিযুগে কিন্তু মানব-সভ্যতা এতই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, মানুষেরা অনর্থক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছে, এবং তার ফলে তারা আরও বেশি করে কসাইখানা, মদের দোকান এবং বেশ্যালয় খুলছে। এইভাবে সমগ্র সভ্যতা ব্যর্থ হচ্ছে।

শ্লোক ১৭

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্ বিশুদ্ধ্যতি ॥ ১৭ ॥

দরিদ্রস্য—দরিদ্র ব্যক্তির; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **যুজ্যন্তে**—সহজে সঙ্গ করতে পারে; **সাধবঃ**—সাধুদের; **সমদর্শিনঃ**—যদিও সাধু ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই প্রতি সমদর্শী, তবুও দরিদ্র ব্যক্তি সাধুদের সঙ্গলাভের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে; **সদ্ভিঃ**—এই প্রকার সাধু পুরুষের সঙ্গ দ্বারা; **ক্ষিণোতি**—হ্রাস পায়; **তম্**—জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ; **তর্ষম্**—জড়ভোগ বাসনা; **ততঃ**—তারপর; **আরাৎ**—অতি শীঘ্র; **বিশুদ্ধ্যতি**—তার জড় কলুষ বিধৌত হয়।

অনুবাদ

সমদর্শী সাধুরা দরিদ্রদেরই সঙ্গ করেন, ধনীদের সঙ্গ করেন না। দরিদ্র ব্যক্তি সৎসঙ্গের প্রভাবে অচিরেই জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হয়, এবং তার হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৮/৪)। সাধু অথবা সন্ন্যাসীর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা। সাধু যদিও ধনী এবং দরিদ্র উভয়েরই কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করতে চান, তবুও দরিদ্র ব্যক্তি সাধুর প্রচারের সুযোগ ধনী ব্যক্তির থেকে অধিক গ্রহণ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি সহজেই সাধুকে স্বাগত জানান, তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাঁদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ধনী ব্যক্তির দোরগোড়ায় এক বিশাল কুকুর পাহারা দেয়, যাতে কেউ তার গৃহে প্রবেশ না করতে পারে। তার দরজায় বড় বড় করে লেখা থাকে "কুকুর হতে সাবধান"। এইভাবে সে সাধুসঙ্গ বর্জন করে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির দ্বার সর্বদাই খোলা থাকে এবং তাই তাঁরা সাধুসঙ্গের সুফল ধনী ব্যক্তিদের থেকে অধিক লাভ করতে পারেন। যেহেতু নারদ মুনি তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন এক দরিদ্র দাসীর পুত্র, তাই তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করেছিলেন এবং পরে দেবর্ষি নারদের অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেটি ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই, তিনি এখানে ধনী ব্যক্তির সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করেছেন।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২৫)

কেউ যদি সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পান, তা হলে তাঁদের উপদেশের দ্বারা তিনি জড় বাসনা থেকে ক্রমশ মুক্ত হন।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (প্রেমবিবর্ত)

বৈষয়িক জীবনের অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা বৃদ্ধি করা। কিন্তু কেউ যদি সাধু ব্যক্তিদের উপদেশ লাভের সুযোগ পান এবং জড় বাসনার গুরুত্ব বিস্মিত হন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই শুদ্ধ হয়ে যাবেন। *চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্* (*শিক্ষাষ্টক* ১)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত নির্মল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভবমহাদাবাগ্নির কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

শ্লোক ১৮

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্ ।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

সাধূনাম্—সাধুদের; **সম-চিত্তানাম্**—যাঁরা সকলেরই প্রতি সমদর্শী; **মুকুন্দ-চরণ-এষিণাম্**—যাঁদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ভগবান মুকুন্দের সেবা করা, এবং যাঁরা সর্বদাই সেই সেবার অভিলাষী; **উপেক্ষ্যৈঃ**—সঙ্গ উপেক্ষা করে; **কিম্**—কি; **ধন-স্তম্ভৈঃ**—ধনী এবং গর্বিত; **অসদ্ভিঃ**—অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গ; **অসৎ-আশ্রয়ৈঃ**—অসৎ বা অভক্তদের শরণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

সাধুরা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁদের আর অন্য কোন অভিলাষ নেই। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গ উপেক্ষা করে

মানুষ কেন অভক্তদের শরণাগত হয়ে দাম্ভিক ধনবান বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করবে?

তাৎপর্য

সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত (*ভজতে মামনন্যভাক্*)।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২১) সাধু হচ্ছেন তিনি যিনি সকলের সুহৃৎ (*সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্*)। তা হলে ধনী ব্যক্তিরা কেন সাধুসঙ্গ না করে, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বিমুখ অন্য ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গ করে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে? ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এবং এখানে সকলকেই সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের সঙ্গ বর্জন করে কোন লাভ হয় না। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥

আমরা যদি কৃষ্ণভক্ত সাধুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ করি এবং সেই উদ্দেশ্যে ধন সংগ্রহ করি, তা হলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। অসৎ শব্দের অর্থ অবৈষ্ণব বা কৃষ্ণাভক্ত, এবং সৎ শব্দে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবকে বোঝায়। সর্বদাই বৈষ্ণবদের সঙ্গ করা উচিত এবং অবৈষ্ণবদের সঙ্গ করে জীবন ব্যর্থ করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত নয়, সে মহাপাপী (*দুষ্কৃতী*), মূঢ় এবং নরাধম। তাই কখনও বৈষ্ণবদের সঙ্গ উপেক্ষা করা উচিত নয়, যা আজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ ।
তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৯ ॥

তৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **মত্তয়োঃ**—এই দুটি উন্মত্ত ব্যক্তির; **মাধ্ব্যা**—মদিরা পান করে; **বারুণ্যা**—বারুণী নামক; **শ্রীমদ-অন্ধয়োঃ**—যারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অন্ধ হয়ে গেছে; **তমঃ-মদম্**—তমোগুণের প্রভাবে এই মিথ্যা অহঙ্কার; **হরিষ্যামি**—আমি দূর করব; **স্ত্রৈণয়োঃ**—কারণ তারা স্ত্রীসঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে; **অজিত-আত্মনোঃ**—অজিতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

তাই, এই দুটি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বারুণী অথবা মাধ্বী নামক মদিরা পানে মত্ত হয়ে এবং স্বর্গীয় ঐশ্বর্য লাভের গর্বে অন্ধ হয়ে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে। আমি এদের অজ্ঞানজনিত মত্ততা দূর করব।

তাৎপর্য

সাধু যখন কাউকে তিরস্কার করেন অথবা দণ্ড দেন, তিনি তা প্রতিশোধ নেবার জন্য করেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন, নারদ মুনি কেন এইভাবে প্রতিশোধের (*তমঃ*) ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু এটি *তমঃ* নয়, কারণ নারদ মুনি ভালভাবেই জানতেন, সেই দুটি ভাইয়ের কিভাবে মঙ্গল হবে, এবং তিনি বিচক্ষণতা সহকারে তাঁদের নিরাময়ের উপায় স্থির করেছিলেন। বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন সদ্‌বৈদ্য। তাঁরা জানেন কিভাবে মানুষকে ভবরোগ থেকে রক্ষা করতে হয়। তাই তাঁরা কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে* (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)। বৈষ্ণবেরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে বা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত। তাঁরা কখনই ভুল করেন না অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁরা যা কিছু করেন, তা সবই পূর্ণরূপে বিবেচনা করে করেন, এবং তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্লোক ২০-২২

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ ॥ ২০ ॥

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥ ২১ ॥
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে ।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥ ২২ ॥

যৎ—যেহেতু; **ইমৌ**—এই দুটি যুবক দেবতা; **লোক-পালস্য**—মহান দেবতা কুবেরের; **পুত্রৌ**—পুত্র; **ভূত্বা**—হয়ে (তাদের এই রকম হওয়া উচিত ছিল না); **তমঃ-প্লুতৌ**—তমোগুণে অত্যন্ত গভীরভাবে আচ্ছন্ন; **ন**—না; **বিবাসসম্**—বিবসন, সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; **আত্মানম্**—তাদের নিজেদের শরীর; **বিজানীতঃ**—তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা নগ্ন; **সু-দুর্মদৌ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে তারা অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছিল; **অতঃ**—অতএব; **অর্হতঃ**—লাভ করার যোগ্য; **স্থাবরতাম্**—বৃক্ষের মতো স্থাবরত্ব; **স্যাতাম্**—হতে পারে; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **যথা**—যেমন; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **স্যাৎ**—হোক; **মৎ-প্রসাদেন**—আমার কৃপায়; **তত্র অপি**—তা ছাড়াও; **মৎ-অনুগ্রহাৎ**—আমার বিশেষ কৃপার প্রভাবে; **বাসুদেবস্য**—ভগবানের; **সান্নিধ্যম্**—ব্যক্তিগত সঙ্গ; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **দিব্য-শরৎ-শতে বৃত্তে**—এক শত দিব্য বৎসরের পর; **স্বর্লোকতাম্**—স্বর্গলোকে বাস করার বাসনা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **লব্ধ-ভক্তী**—তাদের স্বাভাবিক ভক্তি পুনর্জাগরিত করে; **ভবিষ্যতঃ**—হবে।

অনুবাদ

নলকূবর এবং মণিগ্রীব—এই দুটি যুবক ভাগ্যক্রমে মহান দেবতা কুবেরের পুত্র, কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার এবং সুরাপানে উন্মত্ত হওয়ার ফলে তারা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা নগ্ন হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারছে না যে, তারা নগ্ন। যেহেতু তারা বৃক্ষের মতো বিরাজ করছে (কারণ বৃক্ষ নগ্ন কিন্তু তার কোন চেতনা নেই), তাই এই যুবক দুটি বৃক্ষের শরীর প্রাপ্ত হবে। এটিই তাদের উপযুক্ত দণ্ড হবে। কিন্তু বৃক্ষ হওয়ার পর এবং মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার কৃপায় তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা তাদের মনে থাকবে। অধিকন্তু, আমার বিশেষ কৃপায় এক শত দিব্য বৎসরের পর তারা ভগবান বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবে এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হবে।

তাৎপর্য

গাছের কোন চেতনা নেই। যখন তাকে কাটা হয়, তখন সে কোন বেদনা অনুভব করে না। কিন্তু নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, নলকূবর এবং মণিগ্রীবের চেতনা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে বৃক্ষযোনি থেকে মুক্তি পাবার পরও তারা যে কেন দণ্ডভোগ করেছিল, সেই কথা ভুলে না যায়। তাই তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য নারদ মুনি তাদের মুক্তির পর বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে দর্শন করে তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বর্গলোকের দেবতাদের এক দিন আমাদের ছয় মাসের সমান। স্বর্গলোকের দেবতারা যদিও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং তাই তাঁদের বলা হয় সুর। দুই প্রকার ব্যক্তি রয়েছে—দেবতা এবং অসুর। অসুরেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায় (*আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ*), কিন্তু দেবতারা ভোলেন না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

(*পদ্ম পুরাণ*)

শুদ্ধ ভক্ত এবং কর্মমিশ্র ভক্তের পার্থক্য এই যে, শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড় জাগতিক সুখ কামনা করেন না, কিন্তু মিশ্র ভক্ত এই জড় জগতে সর্বোচ্চ সুখ উপভোগ করার জন্য ভগবানের ভক্ত হয়। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত, তিনি জড় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নির্মল থাকেন (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*)।

কর্মমিশ্র ভক্তির দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, জ্ঞানমিশ্র ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়া যায়, এবং যোগমিশ্র ভক্তির দ্বারা ভগবানের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের উপর নির্ভর করে না, কারণ তা কেবল প্রেমের ব্যাপার। তাই ভক্তের মুক্তি, যা কেবল মুক্তি নয়, বিমুক্তি, তা সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য—এই পাঁচ প্রকার মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা*)। স্বর্গলোকে দেবতারূপে জন্ম আরও শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ। নারদ মুনি তাঁর অভিশাপের দ্বারা পরোক্ষভাবে মণিগ্রীব এবং নলকূবরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্ ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জুনৌ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্ উক্ত্বা**—এইভাবে বলে; **সঃ**—তিনি; **দেবর্ষিঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি নারদ; **গতঃ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—নারায়ণ-আশ্রম নামক তাঁর আশ্রমে; **নলকূবর**—নলকূবর; **মণিগ্রীবৌ**—এবং মণিগ্রীব; **আসতুঃ**—সেইখানে অবস্থান করেছিলেন; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বলে দেবর্ষি নারদ নারায়ণ-আশ্রম নামক তাঁর আশ্রমে গমন করেছিলেন, এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমজ অর্জুন বৃক্ষ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আজও বহু অরণ্যে অর্জুন বৃক্ষ পাওয়া যায়। তাদের ছাল হৃদ্‌রোগের ওষুধ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ হলেও যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য তাদের ছাল ছাড়ানো হয়, তখন তারা বিরক্তি অনুভব করে।

শ্লোক ২৪

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্তুং বচো হরিঃ ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জুনৌ ॥ ২৪ ॥

ঋষেঃ—দেবর্ষি নারদের; **ভাগবত-মুখ্যস্য**—শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **সত্যম্**—সত্যতা; **কর্তুম্**—প্রমাণ করার জন্য; **বচঃ**—তাঁর বাক্য; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **জগাম**—সেখানে গিয়েছিলেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তত্র**—সেখানে; **যত্র**—যেই স্থানে; **আস্তাম্**—ছিল; **যমল-অর্জুনৌ**—যমজ অর্জুন বৃক্ষ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য যেখানে যমজ অর্জুন বৃক্ষ ছিল, ধীরে ধীরে সেখানে গমন করলেন।

শ্লোক ২৫

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ ।
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্ গীতং তন্মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥

দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি নারদ; **মে**—আমার; **প্রিয়তমঃ**—প্রিয়তম ভক্ত; **যৎ**—যদিও; **ইমৌ**—এই দুই ব্যক্তি (নলকূবর এবং মণিগ্রীব); **ধনদ-আত্মজৌ**—ধনী পিতার সন্তান এবং অভক্ত; **তৎ**—দেবর্ষির বাক্য; **তথা**—সেই প্রকার; **সাধয়িষ্যামি**—সম্পাদন করব (কারণ সে চেয়েছিল যে, আমি যমলার্জুনের সম্মুখে আসি, তাই আমি তা করব); **যৎ গীতম্**—যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে; **তৎ**—তা; **মহাত্মনা**—নারদ মুনির দ্বারা।

অনুবাদ

"যদিও এরা দুজন মহাধনবান কুবেরের পুত্র এবং তাদের সম্পর্কে আমার করণীয় কিছুই নেই, তবুও নারদ মুনি আমার অতি প্রিয় ভক্ত, এবং যেহেতু সে চেয়েছে যে, আমি তাদের সম্মুখে আসি এবং তাদের উদ্ধার করি, তাই আমি তা করব।"

তাৎপর্য

নলকূবর এবং মণিগ্রীবের ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ এটি কোন সাধারণ সুযোগ নয়। এমন নয় যে, অত্যন্ত ধনবান হওয়ার ফলে অথবা বিদ্বান হওয়ার ফলে অথবা সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করা যায়। ভগবানকে দর্শন করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু নারদ মুনি চেয়েছিলেন যে, নলকূবর এবং মণিগ্রীব বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করুক, তাই ভগবান তাঁর পরম প্রিয় ভক্ত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করে ভক্তের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন, তা হলে অনায়াসেই তিনি সফল হতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই উপদেশ দিয়েছেন—*বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার কুক্কুর বলিয়া জানহ মোরে, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার।* মানুষের কর্তব্য, কুকুরের মতো

বিশ্বস্ততা সহকারে ভগবদ্ভক্তের অনুসরণ করার বাসনা করা। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের সম্পদ। *অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*। তাই ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ ব্যতীত, সরাসরিভাবে কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায় না, কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া তো দূরের কথা। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে, শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া (*আদৌ গুর্বাশ্রয়ঃ*)।

শ্লোক ২৬

ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্গতমুলূখলম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি—এইভাবে মনস্থ করে; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **অর্জুনয়োঃ**—দুটি অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে; **কৃষ্ণঃ তু**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **যময়োঃ যযৌ**—দুটি বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন; **আত্ম-নির্বেশ-মাত্রেণ**—তিনি (দুটি বৃক্ষের মধ্যে) প্রবেশ করা মাত্রই; **তির্যক**—বক্রভাবে; **গতম্**—হয়েছিল; **উলূখলম্**—উদূখল।

অনুবাদ

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটির মাঝখানে প্রবেশ করেছিলেন, এবং যে উদূখলটির সঙ্গে তাঁকে বাঁধা হয়েছিল, তা বক্রভাবে বৃক্ষ দুটির মধ্যে আটকে গিয়েছিল।

শ্লোক ২৭

বালেন নিষ্কর্ষয়তাম্বগুলূখলং তদ্
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৭ ॥

বালেন—বালকৃষ্ণের দ্বারা; **নিষ্কর্ষয়তা**—আকর্ষণ করে; **অন্বক্**—কৃষ্ণের আকর্ষণের ফলে; **উলূখলম্**—উদূখল; **তৎ**—তা; **দাম-উদরেণ**—দামোদর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **তরসা**—বলপূর্বক; **উৎকলিত**—উৎপাটিত হয়েছিল; **অঙ্ঘ্রি-বন্ধৌ**—বৃক্ষ দুটির মূল; **নিষ্পেততুঃ**—পতিত হয়েছিল; **পরম-বিক্রমিত**—পরম শক্তির দ্বারা; **অতি-বেপ**—প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয়ে; **স্কন্ধ**—কাণ্ড; **প্রবাল**—পল্লব; **বিটপৌ**—শাখাসহ বৃক্ষ দুটি; **কৃত**—করে; **চণ্ড-শব্দৌ**—প্রচণ্ড শব্দ।

অনুবাদ

তাঁর উদরে বাঁধা উদূখলটিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ দুটিকে উৎপাটিত করেছিলেন। পরম পুরুষের বিক্রমে কাণ্ড, পল্লব এবং শাখাসহ বৃক্ষ দুটি প্রবলভাবে কম্পিত হতে হতে প্রচণ্ড শব্দ সহকারে ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এটিই শ্রীকৃষ্ণের দামোদর লীলা। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম দামোদর। *হরিবংশে* বর্ণিত হয়েছে—

স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ ।
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে ॥

শ্লোক ২৮

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

তত্র—সেখানে, যেই স্থানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি ভূপতিত হয়েছিল; **শ্রিয়া**—শোভার দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **ককুভঃ**—সমস্ত দিক; **স্ফুরন্তৌ**—জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করে; **সিদ্ধৌ**—দুজন সিদ্ধপুরুষ; **উপেত্য**—নির্গত হয়ে; **কুজয়োঃ**—বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে; **ইব**—সদৃশ; **জাত-বেদাঃ**—মূর্তিমান অগ্নি; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **অখিল-লোকনাথম্**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর ভগবানকে; **বদ্ধ-অঞ্জলী**—কৃতাঞ্জলি সহকারে; **বিরজসৌ**—তমোগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে; **ইদম্**—এই কথাগুলি; **ঊচতুঃ স্ম**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, যেখানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি ভূপতিত হয়েছিল, সেখানে বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে মূর্তিমান অগ্নির মতো দুই মহাপুরুষ নির্গত হয়েছিলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় সর্বদিক আলোকিত হয়েছিল, এবং তাঁরা অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলি সহকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২৯

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—হে যোগেশ্বর; **ত্বম্**—আপনি; **আদ্যঃ**—সব কিছুর মূল কারণ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পরঃ**—এই সৃষ্টির অতীত; **ব্যক্ত-অব্যক্তম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম অথবা কার্য এবং কারণ সমন্বিত এই জড় জগৎ; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **রূপম্**—রূপ; **তে**—আপনার; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রহ্মজ্ঞানীগণ; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার যোগৈশ্বর্য অচিন্ত্য। আপনি পরম পুরুষ, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, এবং আপনি এই জড় সৃষ্টির অতীত। ব্রহ্মজ্ঞানীরা (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম আদি বৈদিক উক্তির ভিত্তিতে) জানেন যে, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে এই জগৎ আপনারই প্রকাশ।

তাৎপর্য

দুই দেবতা নলকূবর এবং মণিগ্রীবের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকায়, তাঁরা নারদ মুনির কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এখন তাঁরা স্বীকার করেছেন, "নারদ মুনির আশীর্বাদে আমরা উদ্ধার লাভ করি, সেটি আপনারই পরিকল্পনা ছিল। তাই আপনি যোগেশ্বর—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছুই আপনি অবগত। আপনি এত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন যে, আমরা এখানে দুটি যমজ অর্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করলেও আপনি আমাদের উদ্ধার করার জন্য একটি ছোট শিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সবই আপনার অচিন্ত্য ব্যবস্থাপনা। আপনি যেহেতু পরম পুরুষ, তাই আপনার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।"

শ্লোক ৩০-৩১

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী ।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ৩১ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **দেহ**—শরীরের; **অসু**—প্রাণের; **আত্ম**—আত্মার; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈশ্বরঃ**—পরমাত্মা, নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **কালঃ**—কাল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণুঃ**—সর্বব্যাপী; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **ত্বম্**—আপনি; **মহান্**—মহত্তম; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **সূক্ষ্মা**—সূক্ষ্ম; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ময়ী**—(সত্ত্ব, রজ এবং তম) প্রকৃতির এই তিন গুণ সমন্বিত; **ত্বম্ এব**—আপনিই; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **অধ্যক্ষঃ**—প্রভু; **সর্ব-ক্ষেত্র**—সমস্ত জীবে; **বিকার-বিৎ**—চঞ্চল মনকে জানেন।

অনুবাদ

আপনিই সব কিছুর নিয়ন্তা ভগবান। আপনিই প্রতিটি জীবের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি পরম-পুরুষ, বিষ্ণু, অব্যয় ঈশ্বর। আপনি কাল, নিমিত্ত কারণ এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। আপনি এই জড় জগতের আদি কারণ। আপনি পরমাত্মা এবং তাই আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা।

তাৎপর্য

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য *বামন পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

রূপ্যত্বাত্তু জগদ্ রূপং বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ সুখাত্মকম্ ।
নিত্যপূর্ণং সমুদ্দিষ্টং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥

শ্লোক ৩২

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥ ৩২ ॥

গৃহ্যমাণৈঃ—দৃশ্য হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতি নির্মিত শরীরটিকে বাস্তব বলে স্বীকার করে; **ত্বম্**—আপনি; **অগ্রাহ্যঃ**—প্রকৃতিজাত শরীরের মধ্যে সীমিত না হয়ে; **বিকারৈঃ**—মনের দ্বারা বিচলিত; **প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজ এবং তম) গুণের দ্বারা; **কঃ**—কে রয়েছে; **নু**—তারপর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অর্হতি**—যোগ্য; **বিজ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **প্রাক্ সিদ্ধম্**—সৃষ্টির পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল; **গুণ-সংবৃতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাই, এই জড় জগতে গুণময় দেহে আবদ্ধ কোন্ জীব আপনাকে জানতে পারে?

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ এবং রূপ পরম সত্য, যা সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তাই, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে—অর্থাৎ, যারা জড় উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কিভাবে পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশিত করেন। সেই কথাও ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন করেছেন—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*। অল্পজ্ঞ মূর্খেরা কখনও কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাও ভুল বোঝে। তাই, তাঁকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। মানুষ যতই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হয়, ততই তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারে। যদি জড়-জাগতিক স্তরে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেত, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সব কিছু (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*), তাই এই জড় জগতের যে কোন বস্তু দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

(*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৪)

সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের উপর আশ্রিত, এবং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু যারা জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছে, তাদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৩

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (আমরা প্রণতি নিবেদন করি, কারণ জড়-জাগতিক স্তরে তাঁকে জানা যায় না); **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের আদি বাসুদেবকে; **বেধসে**—সৃষ্টির মূল; **আত্ম-দ্যোত-গুণৈঃ ছন্ন-**

মহিম্নে—আপনাকে, যাঁর মহিমা আপনার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত; **ব্রহ্মণে**—পরমব্রহ্মকে; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার মহিমা আপনার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনি সৃষ্টির মূল সঙ্কর্ষণ, এবং চতুর্ব্যূহের আদি বাসুদেব। যেহেতু আপনি সব কিছু এবং তাই আপনি পরমব্রহ্ম, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তারিতভাবে জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করাই শ্রেয়, কারণ তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তিনিই সব কিছু। আমরা যেহেতু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তিনি যদি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত না করেন, তা হলে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনিই যে সব কিছু, সেই কথা স্বীকার করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

শ্লোক ৩৪-৩৫

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥ ৩৫ ॥

যস্য—যাঁর; **অবতারাঃ**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি বিভিন্ন অবতার; **জ্ঞায়ন্তে**—অনুমান করা হয়; **শরীরেষু**—বিভিন্নভাবে দৃষ্ট বিভিন্ন শরীরে; **অশরীরিণঃ**—সেগুলি সাধারণ জড় শরীর নয়, সেগুলি চিন্ময়; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সমস্ত দেহের কার্যকলাপের দ্বারা; **অতুল্য**—অতুলনীয়; **অতি-শয়ৈঃ**—অসীম; **বীর্যৈঃ**—বলের দ্বারা; **দেহিষু**—যারা জড় দেহধারী তাদের দ্বারা; **অসঙ্গতৈঃ**—বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত কার্যকলাপ তিনি সম্পাদন করেন, তা অনুষ্ঠান করা অসম্ভব; **সঃ**—সেই পরম পুরুষ; **ভবান্**—আপনি; **সর্ব-লোকস্য**—সকলের; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **বিভবায়**—মুক্তির জন্য; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—এখন আবির্ভূত হয়েছেন; **অংশ-ভাগেন**—তাঁর বিভিন্ন অংশ সহ পূর্ণরূপে; **সাম্প্রতম্**—এখন; **পতিঃ আশিষাম্**—আপনি সমস্ত কল্যাণ প্রদাতা ভগবান।

অনুবাদ

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি শরীরে আবির্ভূত হয়ে, এই সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে অসম্ভব—যা অসামান্য, অতুলনীয় অসীম শক্তি সমন্বিত, সেই দিব্য কার্যকলাপ আপনি প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার এই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়, পক্ষান্তরে তা আপনার অবতার। আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের সমস্ত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য পূর্ণ শক্তিসহ আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের অবক্ষয় হয় এবং দস্যু-তস্করদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। দুর্ভাগা, বুদ্ধিহীন, ভক্তিহীন মানুষেরা ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, এবং তাই তারা ভগবানের কার্যকলাপকে কল্পনা বা রূপকথা বলে বর্ণনা করে, কারণ তারা হচ্ছে মূঢ় এবং নরাধম (*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ*)। এই প্রকার মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, শ্রীল ব্যাসদেব *পুরাণ* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যে সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা কল্পনাপ্রসূত গল্প নয়, তা বাস্তব সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসীম পূর্ণ শক্তি প্রদর্শন করে প্রমাণ করেন যে, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। বৃক্ষ দুটি যদিও এতই বিশাল এবং সুদৃঢ় ছিল যে, বহু হাতিও তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা গাছ দুটি নড়াতে পারত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটি শিশুরূপে এমনই অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, সেই বৃক্ষ দুটি প্রচণ্ড শব্দ সহকারে ভূপতিত হয়েছিল। প্রথম থেকেই পূতনা, শকটাসুর এবং তৃণাবর্তকে বধ করে, যমলার্জুন উৎপাটিত করে, তাঁর নিজের মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়েছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। মূঢ় এবং নরাধমেরা তাদের পাপের ফলে সেই কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তের মনে সেই সমস্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহের উদয় হয় না। এইভাবে ভক্তের স্থিতি অভক্তদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

শ্লোক ৩৬

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল ।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

নমঃ—আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-কল্যাণ**—পরম কল্যাণময়; **নমঃ**—আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-মঙ্গল**—আপনি যা কিছু করেন, তাই মঙ্গলময়; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেবকে; **শান্তায়**—পরম শান্তকে; **যদূনাম্**—যদুদের; **পতয়ে**—নিয়ন্ত্রণকারীকে; **নমঃ**—আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

হে পরম কল্যাণময়, আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম মঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করি। হে যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করি।

তাৎপর্য

পরমকল্যাণ শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত অবতারে সাধুদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*)। সাধু বা ভক্তরা সর্বদা অভক্তদের দ্বারা নির্যাতিত হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হন। সেটি তাঁর প্রথম চিন্তা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি একটির পর একটি অসুর সংহার করেছেন।

শ্লোক ৩৭

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুজানীহি—আপনি আমাদের অনুমতি দিন; **নৌ**—আমরা; **ভূমন্**—হে বিশ্বরূপ; **তব অনুচর-কিঙ্করৌ**—আপনার বিশ্বস্ত ভক্ত নারদ মুনির দাস হওয়ার ফলে; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্য; **নৌ**—আমাদের; **ভগবতঃ**—আপনার; **ঋষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **আসীৎ**—(অভিশাপ রূপে) ছিল; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে।

অনুবাদ

হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর নারদ মুনির ভৃত্য। এখন আপনি আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন। নারদ মুনির কৃপায় আমরা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভক্তের আশীর্বাদ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানা যায় না। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। ভগবদ্গীতার* (৭/৩) এই শ্লোকটি অনুসারে বহু সিদ্ধ বা যোগী রয়েছে, যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না; পক্ষান্তরে, তারা তাঁকে ভুল বোঝে। কিন্তু কেউ যখন নারদ মুনির পরম্পরায় (*স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ*) ভক্তের শরণাগত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন, কে ভগবানের অবতার। এই যুগে বহু ভণ্ড একটু-আধটু ভেলকিবাজি দেখিয়ে নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করছে। নারদ মুনি আদি কৃষ্ণের অনুচরদের ভৃত্য না হলে বোঝা যায় না, কে ভগবান এবং কে ভগবান নয়। সেই কথা নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা।* অন্যরা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক কসরতের দ্বারা কখনই তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ৩৮ ॥

বাণী—বাক্য, কথা বলার ক্ষমতা; **গুণ-অনুকথনে**—সর্বদা আপনার লীলাবিলাস কীর্তনে যুক্ত; **শ্রবণৌ**—কর্ণ; **কথায়াম্**—আপনার লীলা শ্রবণে; **হস্তৌ**—হাত, পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়; **চ**—ও; **কর্মসু**—আপনার প্রীতিজনক কার্যে; **মনঃ**—মন; **তব**—আপনার; **পাদয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের; **নঃ**—আমাদের; **স্মৃত্যাম্**—আপনার স্মরণে; **শিরঃ**—মস্তক; **তব**—আপনার; **নিবাস-জগৎ-প্রণামে**—যেহেতু আপনি সর্বব্যাপ্ত, তাই আপনি সব কিছু, এবং কোন রকম সুখভোগের প্রচেষ্টা না করে

আমাদের মস্তক যেন সর্বদা অবনত থাকে; **দৃষ্টিঃ**—দর্শনশক্তি; **সতাম্**—বৈষ্ণবদের; **দর্শনে**—দর্শনে; **অস্তু**—এইভাবে যুক্ত হোক; **ভবৎ-তনূনাম্**—যারা আপনার থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

এখন থেকে আমাদের বাক্য আপনার লীলা কীর্তনে, শ্রবণ যুগল আপনার মহিমা শ্রবণে, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনার প্রীতিজনক কার্যে, মন আপনার পাদপদ্ম স্মরণে, মস্তক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে (কারণ সমস্ত বস্তুই আপনারই বিভিন্ন রূপ), এবং চক্ষু আপনার থেকে অভিন্ন বৈষ্ণবদের দর্শনে রত থাকুক।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে জানার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থাই হচ্ছে ভক্তি।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

সব কিছুই ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে* (*নারদ পঞ্চরাত্র*)। মন, দেহ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা উচিত। তা নারদ, স্বয়ম্ভু, শম্ভু আদি মহান ভক্তদের কাছ থেকে শেখা উচিত। এটিই হচ্ছে পন্থা। আমরা ভগবানকে জানার কোন মনগড়া বিধি তৈরি করতে পারি না, কারণ এমন নয় যে, মনগড়া একটা কিছু কল্পনা করে নিলেই তা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হবে। *'যত মত তত পথ'* আদি প্রবাদ মূর্খের মতবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৪/২১) একে বলা হয় *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*, অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥ ৩৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে, পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে; **সংকীর্তিতঃ**—বন্দিত এবং স্তুত; **তাভ্যাম্**—সেই দুই দেবতাদের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **গোকুল-ঈশ্বরঃ**—গোকুলের ঈশ্বর (কারণ তিনি *সর্বলোকমহেশ্বর*); **দাম্না**—রজ্জুর দ্বারা; **চ**—ও; **উলূখলে**—উদূখলে; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **প্রহসন্**—হেসে; **আহ**—বলেছিলেন; **গুহ্যকৌ**—সেই দুজন দেবতাকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সেই দুজন দেবতা ভগবানের স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বলোকমহেশ্বর, বিশেষ করে গোকুলেশ্বর ভগবান, তবুও মা যশোদা তাঁকে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন, এবং তাই হাসতে হাসতে তিনি কুবেরের পুত্র দুজনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হাসছিলেন, কারণ তিনি তখন মনে মনে ভাবছিলেন, "এই দুজন দেবতা স্বর্গলোক থেকে এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হয়েছিল এবং যদিও তারা দীর্ঘকাল বৃক্ষরূপে দাঁড়িয়ে ছিল, তবুও আমি তাদের সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছি, কিন্তু আমি স্বয়ং যশোদা আদি গোপীদের দ্বারা রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাঁদের তিরস্কারের পাত্র।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে, তাঁদের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ এবং তিরস্কৃত হন, যা নানাভাবে ভক্তদের দ্বারা প্রশংসনীয়।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা ।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **জ্ঞাতম্**—সব কিছুই জানা আছে; **মম**—আমার; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **এতৎ**—এই ঘটনা; **ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **করুণা-আত্মনা**—যেহেতু তিনি তোমাদের উপর অত্যন্ত কৃপালু; **যৎ**—যা; **শ্রী-মদ-অন্ধয়োঃ**—যারা জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যে উন্মত্ত হওয়ার ফলে অন্ধ হয়ে গেছে;

বাগ্‌ভিঃ—বাণীর দ্বারা বা অভিশাপের দ্বারা; **বিভ্রংশঃ**—এখানে অর্জুন বৃক্ষ হওয়ার জন্য স্বর্গলোক থেকে অধঃপতিত হয়ে; **অনুগ্রহঃ কৃতঃ**—তিনি এইভাবে তোমাদের অনুগ্রহ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত কৃপাময়। ধনমদে অন্ধ তোমাদের দুজনকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। যদিও তোমরা স্বর্গলোক থেকে অধঃপতিত হয়ে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলে, তবুও তোমরা তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছ। আমি এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম থেকেই অবগত ছিলাম।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্তের অভিশাপও কৃপা। ভগবান যেমন সর্বমঙ্গলময়, তেমনই তাঁর ভক্তরাও সর্বমঙ্গলময়। তিনি যা-ই করেন, তার ফলে সকলেরই মঙ্গল হয়। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ ।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্নোঃ সবিতুর্যথা ॥ ৪১ ॥

সাধূনাম্—ভক্তদের; **সম-চিত্তানাম্**—যাঁরা সকলেরই প্রতি সমদর্শী; **সুতরাম্**—প্রচুরভাবে, পূর্ণরূপে; **মৎ-কৃত-আত্মনাম্**—যাঁরা পূর্ণরূপে আমার শরণাগত এবং আমার সেবা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প; **দর্শনাৎ**—কেবল দর্শনের দ্বারা; **ন ভবেৎ বন্ধঃ**—সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তি; **পুংসঃ**—মানুষের; **অক্ষ্নোঃ**—চক্ষুর; **সবিতুঃ যথা**—সূর্যের দর্শনের দ্বারা যেমন।

অনুবাদ

সূর্যের দর্শনে যেভাবে চক্ষুর অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনই ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত এবং আমার সেবায় কৃতসঙ্কল্প ভক্তের সাক্ষাৎকারের ফলে, কারও আর জড় বন্ধন থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২২/৫৪)

যদি ঘটনাক্রমে কোন সাধু বা ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে জীবন তৎক্ষণাৎ সফল হয়, এবং তিনি তখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেউ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সাধুকে স্বাগত জানাতে পারে, আবার অন্য কেউ সেই প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না-ও করতে পারে। সাধু কিন্তু সকলেরই প্রতি সমদর্শী। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, সাধু সর্বদাই কোন রকম ভেদভাব দর্শন না করে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদান করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই সাধুকে দর্শন করা মাত্রই মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যারা অত্যন্ত অপরাধী, যারা বৈষ্ণব-অপরাধ করে, তাদের সংশোধনের জন্য কিছু সময় লাগে। সেই কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ॥ ৪২॥

তৎ গচ্ছতম্—এখন তোমরা ফিরে যেতে পার; **মৎ-পরমৌ**—আমাকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে; **নলকূবর**—হে নলকূবর এবং মণিগ্রীব; **সাদনম্**—তোমাদের গৃহে; **সঞ্জাতঃ**—সম্পৃক্ত হয়ে; **ময়ি**—আমাকে; **ভাবঃ**—ভক্তি; **বাম্**—তোমাদের দ্বারা; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **পরমঃ**—পরম, সর্বোচ্চ, সর্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যুক্ত; **অভবঃ**—যেখান থেকে আর জড় জগতে অধঃপতন হয় না।

অনুবাদ

নলকূবর এবং মণিগ্রীব, তোমরা দুজনে এখন গৃহে ফিরে যেতে পার। তোমরা যেহেতু সর্বদা আমার ভক্তিতে মগ্ন হতে চেয়েছিলে, তাই আমার প্রতি তোমাদের প্রেমলাভ করার বাসনা পূর্ণ হবে, এবং এখন আর সেই স্তর থেকে তোমাদের কখনও অধঃপতন হবে না।

তাৎপর্য

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সেবার স্তর প্রাপ্ত হওয়া এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। সেই কথা বুঝতে পেরে নলকূবর এবং মণিগ্রীব সেই স্তর প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁদের সেই চিন্ময় বাসনা সফল হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্তৌ**—ভগবান কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে; **তৌ**—নলকূবর এবং মণিগ্রীব; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **চ**—ও; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **বদ্ধ-উলূখলম্ আমন্ত্র্য**—উদূখলে বদ্ধ ভগবানের অনুমতি নিয়ে; **জগ্মতুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **দিশম্ উত্তরাম্**—তাঁদের গন্তব্যস্থলে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান সেই দুজন দেবতাকে এইভাবে বললে, তাঁরা উদূখলে বদ্ধ ভগবানকে প্রদক্ষিণপূর্বক বার বার প্রণাম করে, ভগবানের অনুমতি নিয়ে তাঁদের গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।